Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

৪৮ বর্ষ ❀ ফেব্রুয়ারী ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৭ম সংখ্যা

❁ পা র মা র্থি ক ❁

❁ মা সি ক প ত্রি কা ❁

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৯০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001
বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিমপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১২৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১২৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১২৫
৪।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত	১৩০
৫।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৩২
৬।	আপনার রক্ষক কে	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)	১৩৪
৭।	পূজনীয়া প্রণতি বালা দেবীর স্মৃতিতে দু'একটি কথা	অন্নপূর্ণা দাসগুপ্তা (বারাণসী)	১৩৫

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ ফেব্রুয়ারী ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৭ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

চিৎস্বরূপ জীবের জড়ীয় বৃত্তি-সমূহ কিরূপে প্রকাশিত হইল?

''চিৎস্বরূপ জীবের নিজ-বিশেষানুসারে 'আমি অমুক লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটি শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদগত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিতবুদ্ধি এবং চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধি-স্থানরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিও ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরম পুরুষ ভগবান্‌কে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদগত বৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূল-রূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে।'' — *চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১*

মুক্তজীবের মুক্ত-দশা এবং বদ্ধজীবের বদ্ধ-দশার পরস্পর পার্থক্য কি?

''শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীবই—যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত-দশা। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার দশা।'' —*জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ*

বুদ্ধিমান্ ও শোচ্য কে?

''যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্; যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য।'' —*জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে আর নাই; ইহা একটা গল্পের কথা নহে; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুধাবন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই আর হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কোন প্রকার হেয়তা নাই। ইহা সুনির্ম্মল, সুপক্ক কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবতরস আস্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতন্নিরসন বা অনুকূল গ্রহণেই আবদ্ধ থাকিলে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হইতে পারিব না। সহজিয়া-সম্প্রদায় বলিতেছেন,—আমরা নামাপরাধ ছাড়িব না, আমাদের লোকেরা বলিতেছেন, আমরা তোমাদের ন্যায় নামাপরাধ করিব না, ইহাতে অনুকূল ক্রিয়ামাত্র হইতেছে; হরিভজন হইতেছে না। অনুকূল গ্রহণমাত্র হইলেই হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা মৃগীব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুকূলমাত্র গ্রহণ করিয়া পথে চলিতে চলিতে সময়ে সময়ে মাঝপথে অকস্মাৎ এক একটা মুর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ফেলিয়া দিবে। প্রতিকূল কিছু আসিলেই আমরা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইব—হয় ত' একভাণ্ড কুরস খাইয়া ফেলিব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্ম-জন্মান্তরে সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহমুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হইলে কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে থাকিতে হইবে। রূপের জন্য যাঁহাদের লৌল্য জন্মিয়াছে—যাঁহারা সৌন্দর্য্যপিপাসু, তাঁহারাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যাইতে পারিবেন। আমি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না। এইরূপ সৌন্দর্য্যপিপাসু ব্যক্তিগণের জন্য দশম স্কন্ধের ভাগবত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রমরগীতা, গোপীগীতার পাঠ ব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐসকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেবল 'ইহা নহে'—'ইহা নহে', বলার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক।

যেকাল পর্য্যন্ত জীব বালকৃষ্ণের উপাসনা না করেন, তৎকালবিধি তাঁহার নশ্বর পুত্রাদির প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না। যেকাল পর্য্যন্ত মধুররতির বৃত্তি আত্মধর্ম্মে উদিত না হয় এবং কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলায় রুচি না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্ত নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তিচালিত হইয়া জীবের সমাবর্ত্তনাদি ক্রিয়াদ্বারা সংসার-আবাহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। যেকাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীবহৃদয়ে শ্রীদামাদি সখাগণের ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিরহিত জড়ভোগবাসনারূপ বন্ধুসংগ্রহ-পিপাসা প্রবল থাকে, তৎকালাবধি পান্থশালায় অবস্থানকারিগণের বন্ধুসংগ্রহের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস তাহাদিগকে পরিহার করে না। যদবধি কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত না হয়, তৎকালাবধি জীবের আপনাকে ভোক্তা জানিয়া অপরের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণপিপাসার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধ হয় না। অল্পকালস্থায়ী পথে চলিতে চলিতে যে-সকল রতি বা রসের উদয় হয়, তাহাতে আবদ্ধ থাকা নিদ্রাভঙ্গের পর নিদ্রালস্য-নিবন্ধন জাড্যমাত্র।

বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয় সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয়গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনরত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জনসঙ্গ আদৃত হয় না—উহা আপনা হইতেই রহিত হইবে। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গদূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ কৃষ্ণকার্ষ্ণ সঙ্গই ইতরসঙ্গরাহিত্য জানিবে। একায়নপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একল হইয়া জীবদ্দশায় ব্রজবাস। ব্রজবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে—উহাতে কোন জড়ভোগ বৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎসেবানিরত—এরূপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতাপ্রভাবে আপনাকে ব্রজজনানুরাগী জানিতে পারা যায়। আত্মবান্ ব্যক্তিই স্বরূপস্থ। নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির নামই আত্মক্রীড়। ভগবান্ ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবাবিশিষ্ট হওয়ার নামই আত্মরত। কৃষ্ণৈকসেবাতৎপর না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের ও

তদ্ভক্তজনের প্রতি বিদ্বেষ যেখানে প্রবল, তথায় অবস্থান করিলে সঙ্গদোষে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-প্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে।

যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচপ্রকার সেবনভাবযুক্ত, তিনিই বিমলবৈষ্ণব। তাহাতে রতিবিশিষ্ট হইলেই নির্জ্জন-ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স-মঙ্গলরূপ ভগবান্ বা ভক্তসেবায়ই তৎপর হইবেন। আপনাকে ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগী বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাত্ম দেহ ও মনোরূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলেই ভেদবাদ উপস্থিত হয়। হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদবাদী অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়চেষ্টাগুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদচিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না।

বাগদণ্ডরূপ মৌন, দেহদণ্ডরূপ চেষ্টারাহিত্য ও কৃষ্ণসেবা-চিন্তনের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য না করিলে 'গোস্বামী' হওয়া যায় না। কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণভজনানুকূল জীবনযাপনেই ত্রিদণ্ড গ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দম্ভের জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণের অভিনয় জীবের হরিভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে। জাগতিক বস্তুতে বিলাসরহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষারহিত ভগবৎপ্রীতিকামী ভগবৎসেবক ভোগ্যজগতের কোন বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

জগতের কাহারও কোন কথায় চালিত হইয়া হিংসা করিবে না। ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎস্বরূপ ও আত্মস্বরূপ বোধের জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বরূপসিদ্ধি লাভ ঘটিলে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভজন সম্ভব হয়; তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম মুক্তাবস্থা দর্শনে তদনুগামী হইয়াই নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।

গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর,—তিনি দেহমনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন; তিনি রস, সেই রসের আস্বাদনে ইহজগতের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় কোন বস্তু নাই। কীর্ত্তনরস জড়কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বার আস্বাদ্য নহেন—জড়মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎকর্ণের—চিজ্জিহ্বার, চিন্মনের আস্বাদ্য।

শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বা শ্রীনামই ছিলেন। তৎপ্রমাণ আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ''অহমেবাসমেবাগ্রে'' শ্লোকে পাই। সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্রাধীন নহেন; শাস্ত্র যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত, সেই পরাৎপরবস্তুই শ্রীনাম বা মহামন্ত্র—এরূপ নহে; ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীনামই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রতি সূত্রের আদি ও অন্ত্যে এই নামের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। ভাগ্যহীন লোকদিগের জন্য গুহ্যতম নামসমূহ বেদ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন নাই। চোর, দস্যু প্রভৃতি অসৎ-প্রকৃতির ব্যক্তির নিকট হইতে অতি মূল্যবান্ বা প্রিয়তম বস্তু সকলেই গোপনে সংরক্ষিত করেন।

হরিকথা প্রসঙ্গ

''ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি' ॥
তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥''

'ধন' বলিতে বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ ধর্ম্মধন, ঐহিক পারত্রিক জড়সুখকর অর্থধন এবং স্থূল-লিঙ্গগত ইন্দ্রিয়সুখকর কামধন বুঝায়। 'জন' বলিতে স্বশরীরানুরাগ তথা স্ত্রী-পুত্র-দাস-দাসী-প্রজাবন্ধু-বান্ধবাদি বুঝায়। 'সুন্দরী কবিতা' বলিতে সামান্য বিদ্যা বা জড় পাণ্ডিত্যই লক্ষিতব্য। অসামান্যা বা অলৌকিকী বিদ্যাই ভক্তি। যদ্দ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা; তদ্ব্যতীত

সবই অবিদ্যা। ভক্ত ধন, জন, সুন্দরী কবিতা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চান না। তিনি প্রতিজন্মে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধদাস্য প্রার্থনা করেন। জন্মমরণরূপ যন্ত্রণানিবৃত্তি কৃষ্ণেচ্ছাধীন ও জীবচেষ্টার অতীত বলিয়া ভক্তের সংসারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষকামনা নাই। সেইজন্য তিনি বলেন—জন্মে জন্মে যেন আমার তোমার প্রতি ভক্তি থাকে। কৃষ্ণেচ্ছায় আপনা হইতেই সংসারনিবৃত্তি হইয়া যায়। ভক্ত কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছু চান না। ভগবানের সেবার জন্যই তিনি সেবা করেন। ভক্তি অহৈতুকী, ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা, চিৎস্বভাবাশ্রিতা, কৃষ্ণানন্দরূপা। শুদ্ধা, কেবলা, অকিঞ্চনা অমিশ্রা ভক্তিই অহৈতুকী ভক্তি। ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় হওয়া উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

''প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥
নিজকর্ম্মগুণদোষে যে-যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নামগুণ গাই ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥
সম্পদে বিপদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥''

আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। যিনি বাস্তবিক আনুগত্য করেন, তিনি 'কাহার আনুগত্য করিব', এরূপ প্রশ্ন করেন না। অনুগত-অভিমান না থাকিলে আনুগত্য হয় না। আগে অনুগত বা দাস-অভিমান, পরে সেবা। আনুগত্যের অভিনয় কিছু সেবা নয়। এই আনুগত্য স্বাভাবিক, সরল, সহজ, অকপট, অনাবৃত আত্মধর্ম্ম। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের মূলভিত্তি, প্রাণ, কেন্দ্র, চরম ও পরম সিদ্ধান্তই গুর্ব্বানুগত্য। অকৃত্রিম শরণাগতিই 'কাহার প্রতি শরণাগত হইতে হইবে' তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। যেখানে শরণাগত হইবার পরিবর্ত্তে 'আমি কাহার শরণাগত হইব' এইরূপ প্রশ্ন, সেখানে আনুগত্য বা শরণাগতির অভিনয়, অশরণাগত বা স্বতন্ত্র থাকিবারই অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন অভিলাষ বা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা আছে, জানিতে হইবে। শরণাগত হইতে হয়, একথা বিমুখ জীব প্রথমে জানিতে পারে না। সাধুসঙ্গের ফলেই শরণাগত হইবার পিপাসা বিমুখ জীবের হৃদয়ে জাগে। যাঁহার কৃপায় এই মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া তাহা নিজজীবনে পালনের ইচ্ছা হয়, সেই সাধুতে নিত্যবান্ধববুদ্ধির অভাব হইতেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। অন্তর হইতে ঠিকঠিকভাবে ভগবান্‌কে চাহিলে আর এইভাবে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয় না। শ্রীভগবানের কৃপাতেই সাধুর দর্শন, সঙ্গ এবং সাধুকে জানিবার ও চিনিবার সৌভাগ্য হয়।

শরণাগতি চেতনের বৃত্তি। সুতরাং তাহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব আছে। শরণাগত ব্যক্তি কোথায়ও ভ্রান্ত হন নাই বা হন না। তাঁহার ভ্রান্তির অভিনয়ের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত আছে। অশরণাগত থাকিয়া শরণাগতির পাত্রকে মাপিয়া লওয়া যায় না—ডাঙ্গায় থাকিয়া সাঁতার শিক্ষা হইতে পারে না। 'গুরুর আমি'-অভিমান যেখানে, সেখানে গুরুকে মাপিয়া লইবার বা গুরুর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা না মিশাইবার ধৃষ্টতা নাই। তিনি গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। জীব যে-পরিমাণে শরণাগত ও উন্মুখ হইতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে গুরুকৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতেছেন। প্রপন্নব্যক্তি তাঁহার রক্ষককে তাঁহার কৃপায় জানিতে ও চিনিতে পারেন। কোন্ কার্য্যে গুরুকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, তাহা শরণাগত ব্যক্তি জানিতে ও বুঝিতে পারেন। অন্নভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুণ্নিবৃত্তি হইতে থাকে, সেইরূপ সাধকও আন্তরিকতাময় সেবাকার্য্যের ফল সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিতে পারেন। সেইজন্য অকপট সাধকের নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সকল সময়েই থাকে। নিশ্চয় ও বিশ্বাস ব্যতীত উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। আবার উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ কমিয়া না যায়, তবে আর কখনই ভজনে উদাসীনতা, আলস্য ও বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না।

সুতরাং উৎসাহই ভজনের সহায়। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সমস্ত অনর্থ দূর হয়। উৎসাহ ও ধৈর্য্য দুই-ই থাকা দরকার। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সাধনফল প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

''ভজনে উৎসাহ যা'র ভিতরে-বাহিরে।
সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে, ভক্তিমান্ সেই ॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা, না করয়ে রোষ ॥''

ধৈর্য্য শরণাগতি বা দৃঢ়শ্রদ্ধারই লক্ষণ। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ই প্রকৃত শরণাগত। যেখানে শ্রদ্ধা সেখানে ধৈর্য্য বা তিতিক্ষা আছেই। যিনি যে পরিমাণে ধৈর্য্যশীল, তিনি সেই পরিমাণে শরণাগত। যিনি পূর্ণ ধৈর্য্যশীল, তিনি পূর্ণ শরণাগত—তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সহিষ্ণু। শরণাপত্তির নামান্তর আনুগত্য। যেখানে শরণাপত্তি নাই, সেখানে আনুগত্য নাই। শরণাগত ব্যক্তি ধীর, স্থির, দৃঢ়চিত্ত ও সেবোৎসাহী। তোষামোদ-ব্যাপারটি আনুগত্য নহে। যিনি সাধুগুরুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রতি অকপট নির্ভরশীল, তিনিই অকপট অনুগত ও শরণাগত। আনুগত্যধর্ম্মে সেবা করিয়া তৃপ্তি হয় না। আনুগত্যধর্ম্মে 'অলম্', 'ইতি' বা বিরতি নাই। তাহাতে স্বাভাবিকী প্রীতি আছে। আনুগত্য কেবল গৌরবময় নহে। গৌরবময় আনুগত্য অপেক্ষা স্নেহ-প্রীতিময় আনুগত্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বেশী সুখকর। এই আনুগত্যের অপর নাম ভক্তি। অনুগত ব্যক্তি কখনও বিপথগামী হয় না। আনুগত্যই তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয়।

হরিভজন নিত্যমঙ্গলের সন্ধান দেয়

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

[৬ষ্ঠ সংখ্যার পর]

কানাডা, ০৯/০৯/২০০৯

আমাদের যদি শ্রদ্ধা একেবারে নাই-ই থাকে সাধুর প্রসঙ্গে আসলে আমরা ভগবানে ভক্তি লাভ করার basic element-টা পাই। যদি আমাদের basic element থাকে—শ্রদ্ধা তারপর। 'শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি''। তাতে আরও বেশী আঠা লাগবে আরও ঘনীভূত আনন্দের সন্ধান পাবে। এইভাবে শ্রদ্ধা রুচির গতি অনুক্রমশতি' ক্রমে ক্রমে ভগবৎ রাজ্যে আমাদের প্রবেশ হবে। স্ত্রীধর্মবশতঃ তিনি কিছুতেই সংসার আসক্তি ছাড়তে পারছেন না—এই দুঃখ দেখে ভগবৎ অবতার কপিলদেব মাকে এই কথা বললেন। এই যে 'শ্রদ্ধা' ভগবানের কথায়, এই শ্রদ্ধাটা ভাগবত বলছেন—'কথারুচিস্যাৎ'। ভগবানের কথায় যদি রুচি না থাকে তাহলে কি করতে হবে?

''শুশ্রূষাঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ ॥''
(ভাঃ ১।২।১৬)

মহতের সেবা করতে হবে এবং তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে হবে যেখানে সাধুরা থাকেন। তাঁদের অহৈতুকী কৃপায় আমাদের ভক্তি হতে পারে।

''তস্মাদ একেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥''

সেজন্য আমাদের কি করতে হবে—Will single minded devotion নিয়ে ভগবানকে ভজন করতে হবে। 'শ্রোতব্য কীর্তিতব্যঃ ধ্যেয় পূজ্যশ্চ নিত্যদা'—যে তত্ত্ব (ভগবান) তার পথের আমাদের পথিক হতে হবে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন—পরীক্ষিৎ মহারাজ একজন রাজা ছিলেন তার বিষয় কম ছিল না, তিনি বিষয়ে আকৃষ্ট ছিলেন কিন্তু আবার ভক্তও ছিলেন। জীবন অবসান হয়ে যাওয়ার দিকে তিনি যখন অভিশপ্ত হলেন তখন তিনি নির্ভীকভাবে সব সদাশয় ব্যক্তিদের আনয়ন করে উপদেশ চাইলেন—''আমার এখন কর্তব্য কি? ''ম্রিয়মানস্য কিং কর্ত্তব্যং'' ম্রিয়মান ব্যক্তির কর্তব্য কি? আর সব থেকে শোনার মধ্যে সার কথা কি?

ভগবানের সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন—ভগবান কি কি অবতারলীলা করেছেন এবং সে অবতারলীলা কিভাবে করেছেন আর তিনি কতদিন কোথায় ছিলেন এবং কলি যখন আসলো তখন কলি থেকে উত্তরণ হওয়ার উপায় কি? এসব প্রশ্ন তিনি করেছিলেন। যথার্থ প্রশ্ন, জীবের নিত্যকালের প্রশ্ন। এ নিত্যকালের প্রশ্নতে, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যখন দ্বাপর যুগের পরে চলে গেলেন, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যেমন এসেছিলেন সেরকম কলিযুগে গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হয়ে আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য আদি অপগত হলে ধর্ম কা'র শরণ নিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন যে ভাগবত সূর্য্যরূপ ভগবান আবির্ভূত হয়ে বর্তমানযুগে কৃষ্ণের মতই রক্ষামন্ত্র সবাইকে দান করবেন। সেইজন্য এখন কলিযুগের লোক বলে আমাদের একটা সুবিধা এই এ যুগে ভগবানকে নামের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধ পরং ব্রজেৎ ॥"
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিযুগ খুব উপকারী যেরকম Least deserving কেও highest রূপ দান করতে পারে। Least deserving আমরা সমস্ত বিষয়ে আবর্তনের মধ্যে পড়ে গিয়েছি, জড় চিন্তাধারা আমাদের পেয়ে বসেছে, ভৌতিক আনন্দে আমরা মুহ্যমান। এইরকম অবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভাগবত রূপ সূর্য্য কলিতে আবির্ভূত হয়েছেন। এই ভাগবতের শিক্ষা, ভাগবতের দীক্ষা, ভাগবতের প্রিয় যাঁরা মহাভাগবত উত্তমগণ তাঁরা জগতে এখনও বিরাজ করছেন, তাঁদের উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচী পালায়। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে, আমাদের স্বস্থ হয়ে ভগবানের দিকে যাওয়ার জন্য বলছেন, কিন্তু স্বস্থ হবো কি করে? আত্মধর্মের প্রতি উদাসীন হলে আমরা স্বস্থ হতে পারি না।

"এতন্নির্বিদ্যমানা-নামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্নীতং হরের্নামানু-কীর্ত্তনম্ ॥"
(ভাঃ ২।১।১১)

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

আমাদের এগুলো হচ্ছে way out, কি করে আমরা রেহাই পেতে পারি। যত কথা আছে ধর্মের বা শাস্ত্রের তার সার কথা আছে—

"স্মর্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"
(শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্, শ্লোক-৫১)

যত বিধিনিষেধ যত স্মৃতিশাস্ত্র যত শ্রুতিশাস্ত্র রয়েছে তার সারাৎসার করে ভাগবতে এই কথাটা বলা আছে। আমরা এখন সব কিছু সার নিচর সিদ্ধান্ত করলেন যে আমাদের ভাগবতের অনুগমনে চলতে হবে, ভক্ত ভাগবত আর গ্রন্থ ভাগবত। আমাদের বৈদিক ভারতবর্ষে কোন কিছু স্থির হয়নি আইনের দ্বারা, কোনকিছু স্থির হয়নি morality-র দ্বারা, স্থির হয়েছে বেদের দ্বারা অর্থাৎ যা আমরা দেখব সব বেদদৃগ্ হতে হবে। আর মাংসদৃক্—বাহিরের তাৎপর্য্য নিয়ে সব দেখতে গিয়ে আমরা বিপথগামী হয়েছি। এখন শাস্ত্র আমাদের কি বলে, শ্রুতি আমাদের কি বলে, সাধুগুরু বৈষ্ণব কি বলেন এটা জেনে তবে সংসারে থাকলে কোনো ক্ষতি নাই। সংসারে থেকে আমাদের নিজের জীবনকে উন্নত করতে হবে এবং উন্নতমানে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টান্বিত হতে হবে এ হলো শাস্ত্রের কথা। **"পুরুষোত্তমস্য লীলাকথারস নিষেবনাৎ..."** ভগবানের লীলাকথামৃত পানের দ্বারাই জীবের সমস্ত প্রকার অঘ পাপরাশি দূরিত হয়ে যাবে, যখন ভগবানের কথা **'নিঃসেব্যমানং অনুদীনং'** অনুদীন আমরা যদি এইভাবে করতে শিখি তাহলে আমাদের ভগবৎ প্রাপ্তিতে একটু সহায় পাওয়া যায়। জ্ঞান, কর্মকাণ্ডের প্রয়াসকে তুচ্ছ করে, কেন? না—জ্ঞান কর্মকাণ্ডের প্রয়াসের দ্বারা প্রিয় বস্তু পেতে পারি আপাত সুন্দর, আপাত মধুর আপাত রম্য। কিন্তু এসব শেষ হয়ে যায়, বেশীদিন আমরা এ নিয়ে থাকতে পারি না। নিত্যকাল আত্মবলে বলীয়ান হয়ে আত্মসম্বন্ধীয় কৃষ্ণভগবানকে বেদকে জানতে শিখলে তখন আমাদের এই দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে নিত্যমঙ্গলের পথে আমরা চলতে পারি। **"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"** পরীক্ষিৎ মহারাজ এতবড় রাজা বিষয়ে আবিষ্ট মন অতি শীঘ্রই মৃত্যু আসছে এরকম Juncture (বিপদের) মধ্যে পড়ে তিনি আহরণ করলেন। শুকদেব গোস্বামীপাদ তাকে বিষয়মুক্ত করে সর্ববস্তুতে ভগবানের অবস্থান দেখিয়ে তাকে

মুক্ত করলেন। তিনি বিরাটের কল্পনার দ্বারা নিজের মনকে ভগবানের চরণে লাগালেন, ভগবৎ বস্তু সৃষ্ট আকাশ বাতাস, জল, অগ্নি, বায়ু আদি এ সমস্ত ভগবানের বহিরাঙ্গের আবরণ, এ বহিরাঙ্গের আবরণে বিরাটের কল্পনা শিখালেন, শিখিয়ে তার মনটা স্থির করলেন, এসব বস্তুতে প্রণাম করবার বৃত্তি জাগালেন, তারপর যখন তাকে কৃষ্ণ কথা শুনালেন বিভিন্ন অবতার লীলার কথা শুনালেন তখন তার মন নেচে গেল তখন তিনি বললেন আমার এই অবস্থায় আপনি কৃষ্ণ কথা বলতে বিরত হবেন না সব সময় বলুন। আর ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে ব্যাকুল করছে না, আত্মউন্নতি করবার জন্য, আত্মশ্রেয়ঃ সাধন করবার জন্য ভগবৎ কথা অনুকীর্ত্তন করা দরকার। সেইজন্য সারাৎসার করে বললেন—**"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"** 'সাত্বতাং পতিঃ' মানে ভক্তগণের পতি, প্রভুই হচ্ছেন পরমপ্রিয় এই পরমপ্রিয় বস্তুর সাধন কি করে হবে? ভগবানের শ্রবণ, কীর্তন media। 'শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।' আমরা অনিত্য বস্তুকে ধ্যান করছি that is our gross mistake এই gross mistake থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কি করে? না 'সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়' ॥ সাধু শাস্ত্রের কৃপাকে বরণ করতে হবে। সাধুরূপে ভগবান, শাস্ত্ররূপে ভগবান আমাদের সবসময় একই কথা press & emphasize দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন এবং centre idea-টা যদি আমরা ধরতে শিখি তাহলে আমাদের চিত্তটা প্রফুল্লিত হয়ে যাবে, চিত্ত প্রফুল্লিত হয়ে গেলে জগতের আর কোন সুখ দুঃখ আমাদের touch করবে না। আমরা যেখানকার লোক সেখানে যদি adjusted হয়ে যাই। আমাদের আত্মাটাতো এখানে তৈরী হয়নি, এখানে কোন factory-তে manufacture হয়নি কিন্তু আমাদের gross mistake হয়ে গেছে কি? শরীরটাকে আত্মবুদ্ধি করা আর ভাগবত আদি শাস্ত্রের কথাকে neglect করা। এই সমস্ত থেকে আমাদের দুর্বুদ্ধিগুলো এসেছে। সেজন্য আমাদের বুদ্ধিমান হয়ে ভগবানের এবং শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে সাধুমুখে। এবং সেগুলো আচরণের দ্বারা জীবন গঠন করতে শিখব যখন তখন আমাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত। ভগবান কত ভাবে অনুনয় বিনয় লীলা করে দেখিয়ে গেলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু জগতে এসে দেখিয়ে গেছেন হরিকীর্তন উন্নত মার্গের পন্থা। সেই কীর্তন করতে করতে যখন চিত্ত নির্মল হবে তখন পরাশান্তি লাভ হবার সম্ভবনা।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষাচ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।২২)

অনিত্য বস্তু যে সমস্ত আছে যা আমাদের আজ আনন্দ দিচ্ছে তার থেকেও উন্নীত হতে পারে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন আমি আসক্তি ছাড়ব কি করে? আমি সংসারে আসক্ত হয়ে গেছি। এই আসক্তি আমাকে আবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে জড় জগতে নিয়ে আসবে, এই আসক্তি আমাকে ভোগাচ্ছে, এই আসক্তির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা **'আসক্তি তদ্ গুণাখ্যানে'** যদি আসক্তি আমাদের ভগবানের গুণ গাইতে শিখায় তখন আর কোন ভয় থাকে না। তখন জড় আসক্তি চলে যায়। আসক্তি নিজজনের প্রতি হয় আমার নিজজন কে? ভালো করে বিচার করে দেখা যাক্, আত্মার আত্মীয় যে কৃষ্ণ ভগবান তাতে আত্মীয়তা বশে তখন প্রীতি হবে, **'কৃষ্ণের কিছু নাহিক অপেক্ষা আছে শুধু স্নেহলেশ অপেক্ষা'** আমি ভগবানকে একটু আদর করতে পারি ভগবানের সঙ্গে যদি প্রিয়তা সূত্রে নিবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমাদের অশোক অভয় অমৃত আধার যে ভগবৎ পাদপদ্ম তাতে মতি আসবে। এই মতি আসলে তখন আমাদের সংসার আদির যে সমস্ত দুঃখ আজ কষ্ট দিচ্ছে তা চিরকালের মতো উপশম হয়ে যাবে। আমরা ভগবানের কথায়, ভগবানের সেবায়, ভগবানের ধামে যেখানেই যাই না কেন সবে তো ভগবান রয়েছেন 'হরিসর্বত্রং সর্বদা', সর্ববস্তুতে সারাৎসার করে বিচার করে হরিই সার। এখন আমাদের এই জন্ম সফল করার জন্য—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রানৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এব আচরণং সদা ॥

(ভাঃ ১০।১২।৩৫)

আমরা জীবনের মঙ্গল লাভ করব কি করে? শ্রেয়ঃ সাধন করব কি করে? **"এতাবজ্জন্মসাফল্যং... দেহ দেহীষু"** আমাদের প্রাণ, অর্থ, ধিয়া, বাচা অর্থাৎ প্রাণ, বাক্য, বুদ্ধি এসবের দ্বারা শ্রেয় সাধন করবার জন্য ব্যাপৃত হতে হবে।

আমাদের যতদিন যাচ্ছে আমরা অগাধ পাথারে ডুবে যাচ্ছি। অজ্ঞতার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে কিভাবে রক্ষা পাব? না, যদি বিজ্ঞের অনুভবটা নিতে শিখি। তখনই আমাদের অজ্ঞতা চলে যাবে। শতাব্দীর অন্ধকার যেমন দীপ জ্বালালেই চলে যায়, তাকে আর অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তাড়াবার দরকার হয় না, তেমন ভগবানের কথা যারা প্রাণ ভরে শ্রবণ কীর্ত্তন করেন 'শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা। ভগবান এবং একমনে single minded devotion নিয়ে সব কিছু পরিত্যাগ করে, গর্হন মুখে সংসার ভোগ করতে করতে, আমাদের খুব affinity-র সঙ্গে সংসার ভোগ করতে হবে না। এটা জানতে হবে যে সংসারটা আমাদের শিক্ষাগার, সেইজন্য এত কষ্টের মধ্যে আমাকে সংসারে থাকতে হচ্ছে, তা কেউ সুখের মধ্যেও আছে, সুখ মনে করে কিন্তু শ্রুতি সুখা। সংসারের সুখটা শুনতে সুখ মাত্র কিন্তু সেই সুখের কাছে বস্তুটা প্রাপ্ত হয় তখন আবার vanish করে tantalize করে পালিয়ে যায়। সেইজন্য আমাদের দু'চার দিনের সংসারে এসে হরিগুরু বৈষ্ণবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যদি ভগবানের উপাসনা আমরা করতে পারি, ভগবানের গুণ গাইতে পারি তবেই আমাদের এই মনুষ্য জন্ম সফল হয়। এই মনুষ্য জন্মের সফলতা নির্ভর করে নিজের উদ্যম এবং নিজের ভরসার স্থান হরিগুরু বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস এবং কৃষ্ণানুসরণ করবার জন্য শ্রবণ, কীর্ত্তন করা।

"নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ)

অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম ধন'' আপনারা ভাগ্যবশতঃ এখানে আছেন বা দুভার্গ্যবশতঃ আছেন যাই হোক না কেন এখানে তো এসে পড়েছেন। এখন আমাদের বক্তব্য বিষয়গুলো আপনারা যদি বিচার করে দেখেন, বিচার করে এটাই সাব্যস্ত হবে ভগবৎ উপাসনাই নিত্য। নিত্যকাল থাকে যে ভগবৎ উপাসনা সেই ভগবৎ উপাসক হয়ে ভগবৎ উপাসনা করতে হবে।

"আরাধ্য ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥"

এটা দিয়ে মহাপ্রভু সবাইকে আনন্দ সাগরে ভাসাতেন। গোপগণের প্রদর্শিত পথে যেমন কৃষ্ণ উপাসনা করা হয়েছে, গৌড়ীয়রা সেই ভাবেই ভাবটাকে অনুশীলনের বস্তু করে সেই পথের দিগদর্শন দিয়েছেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

—০—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

শ্রীগৌড়ীয় মঠের যুক্ত বিচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠ শাস্ত্র ও সাধুগণের সঙ্গত বিচারানুসারে বলেন—বিষয়ীর যেরূপ কৃষ্ণসেবা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধনামকীর্ত্তনপ্রচারকে সঙ্কুচিত করিয়া তথাকথিত গুরু-পুরোহিত নামধৃক্ অপর প্রচ্ছন্নভোগি-বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে অর্থের অপব্যয় অর্থাৎ অর্থের দ্বারা অনর্থ ক্রয় করিবার উপায় নাই, তদ্রূপ সেই অর্থ নিজের বা নিজের বহির্ম্মুখ তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের ভোগে ব্যয় বা ব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের ধনকোষ-বৃদ্ধিরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিবারও উপায় নাই। উক্ত উভয়বিধ কার্য্য-দ্বারাই অনর্থ পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা দ্বারা পরমার্থ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অকৈতব হরিকথা-প্রচারেই বিষয়ী তাঁহার যাবতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। একমাত্র অকপট হরিকথা-প্রচারে অর্থানুকূল্য বা তজ্জন্য অর্থভিক্ষা ভোগী ও অনর্থ-গ্রস্ত জীবের কিংবা কর্ম্মমার্গীয় বা তদনুবর্ত্তিব্যক্তিগণকে দান বা তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ-স্বীকারের ন্যায় অনর্থময় কার্য্যবিশেষ নহে।

অর্থের বা উপকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার কি?

হরিকথা-প্রচারে যাঁহার যে উপকরণ আছে, তাহা নিযুক্ত করা ব্যতীত এই জগতের উপকরণ বা উপাদানগুলির আর কোন শ্রেষ্ঠ সার্থকতাই থাকিতে পারে না। অর্চ্চন-ক্রিয়া

কেবল নিজতাৎপর্য্যপর হওয়ায় সেখানে বরং প্রচ্ছন্নভাবে ভোগপ্রবৃত্তি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে কোন অকৈতব গৌরজনের আনুগত্যে অকৈতব হরিকথা-**কীর্ত্তনের** অনুশীলন হয়, সেখানে কাহারও ব্যক্তিগত ভোগ বা ত্যাগের অবসর না থাকায়, তাহাতেই সর্ব্ববিধভাবে আনুকূল্য-দ্বারা কি বিষয়ী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ, সকলেরই বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে।

শ্রবণের অভাবেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ বা বাস্তব সত্য সম্বন্ধে জগতের লোকের ভ্রান্তি

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিষয় সহিষ্ণু হইয়া শ্রবণ ও গভীরভাবে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসার সহিত তলাইয়া না দেখায় এইরূপ নানাপ্রকার ভুল বুঝিয়াই অনেকে 'সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি' মনে করিয়াছেন।

শ্রবণবঞ্চিত জগতের শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে অন্যান্য মনোধর্ম্ম

কেহ বুঝিয়াছেন,—'শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকেই খুব বড় ও অন্যান্য মতকে ছোট করিয়া দিতেছেন।' কেহ মনে করেন—''আধুনিক কালের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতসংখ্যক সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গৌড়ীয় মঠ কেন 'সকল ধর্ম্মই সমান' এই মত প্রচার করেন না? গৌড়ীয় মঠ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার না করিয়া অন্য মত প্রচার করিলেও ত' পারেন? বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র ধর্ম্ম, আর কোন ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নহে, তাহা ত' হইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরই বা গৌড়ীয় মঠের একটা একঘেয়ে আসক্তি কেন?''

মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি-সংরক্ষণের যুক্তি

যে নিজে নাচিতে জানে না, সে কিছুতেই নিজের নাচার দোষ স্বীকার করিতে চাহে না; যতকিছু দোষ হয় উঠানের! সেই 'নাচিতে না জানাটা' ও উঠানের প্রতি দোষারোপের প্রবৃত্তিটা' যখন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয় এবং মাঝে মাঝে সেই প্রবৃত্তি যদি সমষ্টির মধ্যস্থিত কোন নায়কের দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত হয়, তখন সমষ্টি বা ব্যষ্টি নিজের ভ্রমের দিকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে যুক্তি দিয়া বলেন—''ভ্রম একজনের, দুইজনের হইতে পারে; তাই বলিয়া ভ্রম কি রাজ্যব্যাপী সকল লোকেরই হইবে? আর ধরিলাম না হয়, সকল লোকেরই ভ্রম হইল, কিন্তু কত কত মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী—যাঁহাদিগকে জগতের সকল লোকই একবাক্যে মানে, তাঁহাদিগেরও কি ভ্রম হইয়াছে? আর গুটীকয়েক তোমরাই কেবল অভ্রান্ত আছে?''

ভ্রান্তি কিরূপে সমষ্টিগত ও জগতের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে সম্ভব হয়?

এই কথাগুলির উত্তর খুব সহিষ্ণুভাবে শুনিবার যোগ্যতা মায়াদেবীর বঞ্চনায় আমাদের অনেকেরই নাই; কারণ একটুকু শুনিতে আরম্ভ করিলেই সেই ''কুকুরের লেজ আবার যেই সেই''—সেই গণবাদের মোহ—সেই গণবাদের পূজ্য প্রতীকের মোহ আসিয়া পুনরায় আমাদিগকে ''যথা পূর্ব্বং তথা পরং'' করিয়া তোলে।

'ভ্রম' যে কেবল ব্যষ্টিগতই হইবে, সমষ্টিগত হইবে না, তাহা কে বলিল? এই জগতের ভ্রমগুলি অধিকাংশই সমষ্টিগত। মায়াদেবী আমাদিগের প্রায় শতকরা শতজনকে এই জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া আমাদের সমষ্টিগত ভ্রমই প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সমষ্টিগত ভ্রমের যোগ্যতানুযায়ী শাস্ত্র ও মহাজনেরও অভাব নাই। বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, কণাদ, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমষ্টির নিকট কত বড় বড় নামজাদা 'মহাজন' বলিয়া প্রচারিত। সমষ্টিগত বহির্ম্মুখতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে কত বিমুখশাস্ত্রের প্রচার হয়। ঐ সকল সংখ্যাধিক্যের চাপে ও মোহে পড়িয়া যাঁহারা বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা কোন্‌টী বাস্তব সত্য, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা অকৈতব সত্যানুসন্ধিনী বুদ্ধির খেই হারাইয়া অবশেষে একটা গোঁজামিল দিয়া বলেন—''সবই সমান, সবই ঠিক''।

'সকলধর্ম্মই—সমান', এই প্রচলিত গণমতের সমালোচনা

যাঁহারা দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সহিষ্ণু ও অকপট হইয়া বিচার করেন না, তাঁহারা যে 'সকল ধর্ম্মই সমান' বলিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? দেহধর্ম্মও যাহা আর আত্মধর্ম্মও তাহা বলিলে কি নিত্যানিত্য বিচারে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইল না? আমরা সকলেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানি, সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাই, দেহ ছয়প্রকারের বিকারের অন্তর্গত; কিন্তু শাস্ত্র

বলেন—আত্মার সেই সকল বিকার নাই। বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেহের; ঐ সকল ধর্ম্ম আত্মার নহে। কিন্তু আত্মার আলোচনা করিলে বা আত্মার ধর্ম্মের কথা বলিলে যাঁহারা দেহ-ধর্ম্মের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা বলিবেন—"যাঁহারা আত্মধর্ম্মের কথা বলেন, তাঁহারা কী সাম্প্রদায়িক! সাম্প্রদায়িকতা-মূলে ইঁহারা আত্মাকে সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত বলেন, আর দেহকে সর্ব্বদোষের আকর বলিয়া সাব্যস্ত করেন। আমরা কত উদার, কি সুন্দর সমন্বয়কারী, আমরা বলি দেহ ও আত্মা উভয়ের ধর্ম্মই সমান, উভয় ধর্ম্মই এক; এক ধর্ম্ম বড়, আর একধর্ম্ম ছোট,—ইহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। আমরা সাম্প্রদায়িক নহি। শরীরের অনুশীলনও যাহা, আত্মার অনুশীলনও তাহাই। কারণ শরীরের অনুশীলনের সম্বন্ধেও ত' শাস্ত্রেরই আদেশ আছে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং ইত্যাদি। আর বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, চার্ব্বাক প্রভৃতি কত বড় বড় লোক আমাদের এই বাক্যের সমর্থক!"

সমষ্টিগত ভ্রম কিরূপে অধিকতর পুষ্ট হয়?

মহামায়ার দুর্গে—যেখানে এইরূপ সমষ্টিগত ভ্রম নৃত্য করিতেছে, সেখানে তথাকথিত সমন্বয়বাদের আরও কালোচিত যুক্তি, উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ফলপুষ্পদ্বারা সুশোভিত ও গণমনোরঞ্জক হইয়া তাহা যে বিশ্বগ্রাসি-ভ্রম উৎপন্ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর শ্রীগৌরসুন্দর এই সুকঠিন কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন যে,—"এই বিশ্বগ্রাসী ভ্রম বিদূরিত করিতে হইবে—লোককে অকৈতব আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইতে হইবে; লোকের দ্বারা—গণমতের দ্বারা সহস্রভাবে আক্রান্ত হইয়াও—গণমতপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষারূপা প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়াও তাহার মধ্যে যে-সকল সুকৃতিব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে—ভাগবতধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

———

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

[৬ষ্ঠ সংখ্যার পর]

হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসাররূপদুঃখসমুদ্রে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্ত-পদাদি বদ্ধ, আমার নিজের কোনও প্রকার চেষ্টা দ্বারাই মুক্ত হওয়ার উপায় নাই। নিজে কখনও নিজের বন্ধন উন্মোচন করা যায় না বা এক এক বদ্ধ ব্যক্তিও অপর বদ্ধ ব্যক্তিকে বদ্ধদশা হইতে মুক্ত করিতে পারে না। আমি নিরাশ্রয়, কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকর-সমূহের করালে আমি কবলিত হইয়াছি। হে প্রভো, এরূপ বিষম সঙ্কটে আমাকে তোমার পদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা কর। জীব এইরূপ আর্ত্ত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-জন প্রেরণ করিয়া নিষ্কপট আর্ত্তকে রক্ষা করেন, সেই শ্রীচৈতন্যনিজ-জনই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনিই ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার। যে ব্যক্তি সেই কর্ণধার প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা না করে কিংবা যে ব্যক্তি কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়াও কর্ণধারের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই মনুষ্য-দেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। এই মনুষ্য জন্ম সৌভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া যায় বলিয়া যেরূপ সুলভ, আবার বহু লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর কদাচিৎ লাভ হয় বলিয়া সুদুর্ল্লভ। এই মানব-দেহ পটু নৌকা-স্বরূপ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই নৌকার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে চালিত এই নৌকাটি প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী।

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি-দ্বারাই এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলের যত্নবান হওয়া

উচিত। ভোগ বা ত্যাগ-চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীগুরু-কৃষ্ণসেবায় আত্মসমর্পণই একমাত্র মঙ্গল-পথ।

শিক্ষা—যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ১।৬।৩৬)

নিরন্তর কাম-লোভাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবা-দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, মন-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন-দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না (ভাঃ ১০।৫১।৬০)—

''যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥''

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্, তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মল শূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

''প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥''(ভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

''অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥''
(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তি-পথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না। (বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ পরিশিষ্ট বচন)—

''জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥''

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানে (উপলক্ষণের দ্বারা শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তগণের চরণে) অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম-দ্বারাই পুনর্ব্বার বন্ধন-প্রাপ্ত হন।

''শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভোঃ!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥'' (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর-সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে, তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যভাস তুষ হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে।

''জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥''
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু লাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌত পন্থা; জ্ঞান লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধু-মুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিল লোকে অজিত হইয়াও জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

''যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥'' (ভাঃ ৪।২১।৩১)

শ্রীভগবানের চরণসেবাভিরুচি তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সুরধনীর ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপদগ্ধ জীবগণের অশেষ জন্ম-সঞ্চিত কামাদি বাসনাময় চিত্তের মালিন্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে।

—০—

আপনার রক্ষক কে

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

ভক্তি জগতের ভাষায় 'গোপ্তা' একটা কথা আছে। 'গোপ্তা' অর্থাৎ রক্ষক বা পালক। ভগবান আপনার রক্ষক বা পালক ভক্তিজগতের এই ভাব। এর নাম শরণাগতি। এ সংসারে শৈশবে পিতা-মাতা, যৌবনে স্বামী, বৃদ্ধাবস্থায় ছেলে মেয়েকে ধরে দিন কাটাতে হয় আমাদের। এদের আশ্রয়ে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ বা বিপদ-আপদ সব সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয় আমাদের। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রক্ষক লাগে, না হলে চলে না। আর যার কেউ নেই তার ভগবান রয়েছেন —এরূপ প্রবাদও রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল আপনি ভক্তি জগতে এসেছেন। পূর্ব জন্মের সুকৃতি ফলে এজন্মে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাদের বিচারধারা থেকে সরে এসে হরিভজন করবার ব্রত নিয়েছেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই গুরুধারণ বা গুরুচরণ আশ্রয় করেছেন। এই অনুরোধে খাওয়া-দাওয়ার সুখ বা অন্যান্য জাগতিক সুখও অনেকটা ত্যাগ করতে হয়েছে আপনাকে। জগতে যারা রক্ষক বা পালক হিসাবে ছিল তাদের কাছ থেকে সরে এসেছেন। এখন আপনার রক্ষক কে? ভগবান রক্ষক একথা শুধু মুখে বললে চলবে না। আপনি কা'র আশ্রয়ে আছেন বা কাকে পালক রূপে বরণ করেছেন— এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

যদি বলেন আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু এরাই রক্ষক তাহলে বিপদ। যারা হরিভজন করে না বা যারা মায়ার দাস হয়ে ভোগসুখ নিয়ে মত্ত রয়েছে তাদের ধরে ভক্তি জগতে আপনি রক্ষিত হতে পারেন না। তারা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে, অসুস্থ অবস্থায় সাহায্য করতে পারে, আপনার জড়ীয় সুখ ভোগে উৎসাহিত করতে পারে অর্থাৎ ঐরূপ কিছু বাহ্যিক সাহায্য পেতে পারেন, কিন্তু ভক্তিজগতে বাঁচবার জন্য বা উন্নতি লাভের জন্য তারা সাহায্য করতে পারে না সেক্ষেত্রে আশ্রয় চাই, রক্ষক চাই। মায়িক জগৎ আর ভক্তি জগৎ এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানের ভাবধারা আচার-বিচার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক মায়াবদ্ধ জীব অপর মায়াবদ্ধ ভক্তিসাধককে বল দিতে বা রক্ষা করতে পারে না। তারজন্য গুরু-বৈষ্ণব-হরি বা অন্য কোন অপ্রাকৃত বস্তুর আশ্রয় চাই যেটা ধরে সে বাঁচতে পারে।

'আশ্রয়' বলতে 'গুরুপদাশ্রয়' যেটা আমাদের হয়েছে। কিন্তু এই আশ্রয় ভক্তি জগতের প্রাথমিক সোপান মাত্র। আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ঠিক কিন্তু আশ্রয় কাজটা খুব সহজ কথা নয়। আপনি আশ্রিত ও গুরুদেব আশ্রয়দাতা-এ দুই এর সম্বন্ধ দৃঢ় কিনা, কিন্তু চিন্তা করে দেখবেন শরণ নেওয়ার কাজটা শক্ত বা মজবুত হয়েছে কিনা। বাঁদরের বাচ্চাটা মায়ের বুক কেমন করে ধরে থাকে। ঐরূপ ভাবেই গুরুদেবকে ধরতে হবে। আপনি 'ধর কাছি ধরেই আছি'—এমন হলে চলবে না। শিষ্যের খাতায় নাম লেখানো আর গুরুবৈষ্ণবকে ধরে চলা কখনই এক কথা নয়। মনের খাতায় কে বসেছে ভাল করে বিবেচনা করতে হবে নতুবা হরিনাম দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় করে বিশেষ লাভ পাবেন না। কারণ প্রকৃত হরিনাম বা দীক্ষা গ্রহণ আলাদা জিনিষ। সেখানে আত্মসমর্পনের কথা রয়েছে, জীবন উৎসর্গের ব্যাপার রয়েছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে রক্ষকের আসনে বসানো আর তাঁদের তরফ থেকে ঐ আশ্রয়ের স্বীকৃতি চাই। এই ব্যাপারটি উভয় পক্ষের প্রাণের সম্বন্ধ।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের ভাষায় ''যৎ হরিমাশ্রয়েৎ'' অর্থাৎ হরির আশ্রয় গ্রহণই শ্রেয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—''আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে''। ভক্তি জগতের এই আশ্রয় ব্যাপারটাই প্রধান। আশ্রয় মানে মায়ার আক্রমণ থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে, ভজন বিষয়ে সর্বদা Guide করবে বা সাধন পথে বাধা-বিপত্তি এলে আপনাকে আগলে রাখবে—এমন কোন লোক চাই। মায়ার আকর্ষণ গুরুবৈষ্ণবের আকর্ষণ হতে প্রবল। গুরুবৈষ্ণবের ডাককে উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু মায়ার আকর্ষণকে ছাড়াতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে রক্ষক চাই। নিজেই নিজেকে রক্ষা করব এরূপ দাম্ভিকতা এখানে চলবে না। তাই 'শরণাগতির' ব্যাপারটা এসেছে। শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ তারমধ্যে ''গোপ্তৃত্বে বরণ'' শব্দটি কঠিন কিন্তু শব্দের অর্থ নির্মল বা বাস্তব সত্য। গোপ্তা বা পালক বা রক্ষক। ভক্তিপথে ঐরূপ একজন পালক বা রক্ষককে ধরতে হবে। গোলকের সেবা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রক্ষককে

আপনার প্রয়োজন। এ না হলে বাঁচতে পারবেন না। আপনাকে বিব্রত হতে হবে অর্থাৎ আপনি ফেল করবেন, পতিত হয়ে যাবেন।

আপনি গৃহী হোন বা ত্যাগী হোন, সন্ন্যাসী হোন বা ব্রহ্মচারী হোন, স্ত্রী হোন বা পুরুষ হোন সকলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। এর কোন ব্যতিক্রম নাই। আপনি নিশ্চয়ই একজনকে ধরে থাকবেন। তিনি হরিদেব হোন, গুরুদেব বা বৈষ্ণব হোন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে রক্ষকের আসনে বসান, তাঁদের সম্যগ আশ্রয় নিন। যদি বলেন আমার গুরুদেব নেই তাহলে প্রকটাচার্য্য অর্থাৎ বর্ত্তমান আচার্য্যকে ধরুন। গুরুদেব কাছে নেই ভজনশীল কোন বৈষ্ণবকে ধরুন। তাও না পারেন তুলসী, হরিনাম, ধাম, ভাগবত—এদের কাউকে ধরুন। আপনি সংসারের তেপান্তরে পড়ে থাকুন বা নিকটে থাকুন একজনকে ধরে থাকতেই হবে। তাঁর আদেশ-নির্দেশ, তাঁর আশয় বুঝে তাঁর শাসন মেনে আপনাকে চলতেই হবে। নতুবা কাণ্ডারীহীন নৌকায় বসে ডুবে যাবেন, বাঁচতে বা বাঁচাতে পারবেন না।

বর্হিম্মুখবৃত্তিসম্পন্ন আমাদের দেহ ও মন। অনাদিকাল হতে আমরা ভগবানকে ভুলে ভোগের পথ স্বীকার করে বর্হিম্মুখ স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের দেহ-মন ও আত্মার বৃত্তিতে আজ কোনরূপ অনুকূল চেতনা নাই। বর্ত্তমানে কোনও সুকৃতি ফলে ভক্তিপথে এসে পড়েছি। উত্তম এই পথ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কঠিন এই পথ এ কথা বলতেও কোন দ্বিধা নেই। তারজন্য নিজকে ঠিকপথে নিয়মিত করতে পালক বা রক্ষক চাই। অপ্রাকৃত তত্ত্ব গুরু-বৈষ্ণবের Guidance তাঁদের স্নেহ, তাঁদের শাসন, তাঁদের নিয়মন সর্বদা সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রে ভাই-বন্ধু-পরিবার বা অন্য কারুর সাহায্য বিশেষ লাভপ্রদ হবে না।

গুরু, বৈষ্ণব, হরিনাম, তুলসী, গঙ্গা, ভাগবত সবই অপ্রাকৃত বস্তু। এদের যে কোন একজনের প্রতি যদি বিশ্বাস বা প্রীতি হয়ে যায় আপনার চিন্তা নাই। এঁরা মায়া থেকে বাঁচিয়ে দেবেই। মায়ার তিনটি গুণজালে আর আপনাকে ছট্‌ফট্ করতে হবে না। ত্রিতাপ আর আপনাকে স্পর্শ করবে না। গুরুদেবের থেকে হরিনাম নিয়েছেন ৩৬৫ দিনের ৫ দিন দিবেন আর বাকি দিনগুলি মায়ায় সেবায় ডুবে থাকবেন তা হবে না। ৩৬৫ দিন তাঁর স্মরণ, তাঁর কৃপা প্রার্থনা না করলে মায়া ধরবেই। গুরু-বৈষ্ণব এঁরা অধিক বলবান। এঁরা আপনাকে বলপূর্বক রক্ষা করবেন। আর তা যদি না হয় তুলসী, হরিনাম, ভাগবত বা ধামকে ধরুন। তাঁদের ভালবাসুন। তাঁদের সর্বদা সঙ্গ করুন। দেখবেন মায়ার প্রভাব শিথিল হয়ে যাবে। আপনি বেঁচে যাবেন।

পূজনীয়া প্রণতি বালা দেবীর স্মৃতিতে দু'একটি কথা

অন্নপূর্ণা দাসগুপ্তা (বারাণসী)

আজ হইতে ৪০ বছর পূর্বে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ তাঁর প্রদত্ত ভাষণের এক কপি প্রেরণ করেছিলেন আমাদের নিকট। তাঁর সংগ্রাহীকার নাম ছিল "প্রণতি মাইতি"। সুন্দর অক্ষরে গুছিয়ে লেখা ভাষণটি পাঠ করে আমাদের খুব ভাল লাগলো। কিন্তু আমরা তখন নূতন শিষ্যা ছিলাম। তাই প্রণতি মাইতি কে তা জানতে পারিনি। তারপর গ্রীষ্মকালীন অবকাশে আমরা যখন পুরীতে শ্রীল গুরুমহারাজের কাছে যাই তখন একই ভাড়া বাড়ীতে পৃথক্ পৃথক্ ঘরে আমরা দুটি পরিবার ছিলাম। সেই পরিবারের মধ্যে এক বৃদ্ধা তাঁর কন্যা ও তাঁর দৌহিত্র ছিল। পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজ তাঁদের পরিচয় দিয়ে বল্লেন এই মেয়েটির নাম 'পারুল'—গুরুমহারাজ এর নাম দিয়েছেন প্রণতি। আর তাঁরই ছোট ছেলে প্রদীপ (বর্ত্তমান শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেক্রেটারি, গৌড়ীয় মিশন) তখন বুঝলাম ইনিই গুরুমহারাজের ভাষণের সংগ্রাহীকা। ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল।

এর পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করতাম পারুলদি যখন যে মঠেই যেতেন তখন রাঘবের ঝালির মত ঝালি সাজিয়ে আনতেন। নানারকম আচার, মোরব্বা, নক্সাবড়ী, ভাজাবড়ী, সব্জীর বড়ী, মুড়ি ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। তাঁর হাতের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি খুবই সুস্বাদু হতো। তাই প্রায় সব মঠ রক্ষকই তাঁর নিকট এই দ্রব্যগুলি দাবী করতেন। পারুলদি এই সব দ্রব্যগুলির যোগাড়ের জন্য নিজ কায়ক্লেশকে বা অর্থব্যয়কে গ্রাহ্য না করে

পরম উল্লাসের সহিত সেই সেই দ্রব্যগুলি বিতরণ করে পরম আনন্দ লাভ করতেন। জীবনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত তিনি মঠে মঠে এই সব দ্রব্য বিতরণ করে গেছেন।

বৈষ্ণব সেবাতেও তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। তাঁর গৃহে আগত বৈষ্ণবগণকে বিশেষতঃ প্রচারক বৈষ্ণব ও মহারাজগণকে পরম আদরে নিজ হস্তে নানাবিধ ব্যঞ্জন, পক্কান্ন পিষ্টক আদি রন্ধন করে পরম উল্লাসের সহিত স্বহস্তে পরিবেশন করে পরম তৃপ্তি লাভ করে আহ্লাদিত হতেন। শারীরিক অসুস্থতা অবস্থাতেও ধামে ধামে যখন যেখানে যেতেন তখনই সেই সব দ্রব্য বিশেষ করে আচার, বড়ী আদি সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে যেতেন তাতে তাঁর যত পরিশ্রম বা যত অর্থব্যয় হোক না কেন, সে বিষয়ে তিনি কখনও চিন্তা করতেন না।

তাঁর আরও একটি বিশেষতা লক্ষ্য করেছি—সাধুসঙ্গ করবার জন্য তিনি সর্বদা ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। তাতেও তিনি তাঁর কায়ক্লেশকে ভ্রুক্ষেপ মোটেই করতেন না। তাঁর পুত্রগণ একটু বিরক্তভাব প্রকাশ করতেন যে শরীরের জন্য এভাবে কত অর্থ ব্যয় হয় তাহা মা বুঝেন না—তখন তিনি বলতেন, অর্থব্যয় হয় বলে কি আমি সাধুসেবা করবো না? সাধুসেবা করবার জন্য তাঁর প্রবল লালসা ছিল। শ্রীল গুরুমহারাজের আশ্রয়গ্রহণ করবার পরে থেকেই দেখেছি তিনি যুবতী অবস্থাতেই তাঁর মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে চলে আসতেন। বাড়ীতে ছোট ছোট পুত্র কন্যাগণকে রেখে চলে আসতেন। সংসারের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করতেন না। শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষাটাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

পারুলদি সংসারের কর্ত্তব্য ব্যস্ততার মধ্যেও প্রীতির সহিত কীর্ত্তন করতে ভালবাসতেন। সংসারের কর্ত্তব্য-কর্মে রত থেকে গৃহে বসে, পথে ঘাটে চলতে ফিরতে তিনি সর্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করে প্রচুর আনন্দ লাভ করতেন। এমন কি পাশের বাড়ীতে দেবর বা ভাসুরকেও সংকোচ বা দ্বিধা করতেন না।

তাঁর ভজনের এরূপ আচরণের প্রভাবেই তাঁর দুটি পুত্র ও দুটি কন্যাই তাঁর ভজনের পথ অবলম্বন করতে সমর্থ হয়েছেন—যদিও বাহ্যিকভাবে তিনি তাদের কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। তাঁর আচরণটাই তাদের ভজনের পথে প্রবেশ করিয়েছে এবং এ পথটাই যে শ্রেয়ঃ পথ তাই তাঁরা অনুভব করেছেন।

২০০২ সালে শ্রীগৌড়ীয় মিশন হতে পদব্রজে ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। পদব্রজ যাত্রায় অসমর্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অথবা অসুস্থ যাত্রীদের জন্য গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর (টাঙ্গার) ব্যবস্থা হয়েছিল। পারুলদি অসুস্থা হলেও তিনি কিন্তু পদব্রজেই সম্পূর্ণ যাত্রা সুসম্পন্ন করেছিলেন। একদিনের জন্যও তিনি গাড়ীতে যাত্রা করেননি। যদিও তিনি ধীরে ধীরে গতিতে চলছিলেন এবং সর্বশেষ যাত্রী ছিলেন কিন্তু তিনি নিরুৎসাহিত হন নাই। তাঁহার মনোবল প্রচুর ছিল। শারীরিক বল অপেক্ষা তাঁর মানসিক বলে তিনি বলবতী ছিলেন। তাঁর এই প্রকার সাহস দেখে আমরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছিলাম। তখন আমরা ভাবলাম গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত এপ্রকার পদযাত্রা অসম্ভব ছিল।

পারুলদি মঠে আসলেই কোন না কোন সেবা যথা রন্ধন করা, রুটি করা বা সব্জী আমান্য করা ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন। তাঁর অপ্রকটের ১ মাস পূর্বেও তিনি জন্মাষ্টমী উৎসবের সময় কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভোগাদি রন্ধন সেবা সুষ্ঠুরূপে করে গেছেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গৃহটিকে মার্জন আদি পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্বাসকষ্টে পীড়িত হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু রোগের কোন উপশম হয়নি। ভগবান যাঁকে কাছে নেবেন তখন আর ডাক্তারের বাঁচাবার কোন সামর্থ্য থাকে না। গত ১১ আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা ৪ টার সময় আমাদের পারুলদি তাঁর ভৌতিক শরীরের সকল যন্ত্রণা সমাপ্ত করে তাঁর নিত্যধামে যাত্রা করেন। যাবার সময় তিনি সজ্ঞানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে চলে গেলেন। এটাই আমাদের সকলের আকাঙ্খনীয়।

তাঁর পারলৌকিক কার্য্যাদি (শ্রাদ্ধাদি) ধূলিয়াপুরে তাঁর স্বীয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মঠ হতে মহারাজগণ ও বৈষ্ণবগণ তাঁর উৎসবে যোগদান করে সংকীর্ত্তন আদি করেছেন। এইভাবে তাঁর অন্তিম গৃহমার্জনেরও সার্থকতা হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা প্রাচীন ভক্তগণের সঙ্গহারা হয়ে যাচ্ছি এটাই দুঃখ। পারস্পরিক ব্যবহারে পারুলদির শ্রীচরণে আমি হয়তো কত অপরাধ করেছি। তিনি যেন আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন—তাঁর শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা।

—০—

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্নাবলীর সামান্য দিগদর্শন

১। পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরায়রামানন্দ রায়, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ আদি।

২। ভক্তি বিষয়ক—ভক্তির বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি তাদের বিভিন্ন স্তর ও পার্থক্য। ভক্তি কয় প্রকার। ভক্তের অধিকার কয় প্রকার। ভক্ত্যঙ্গ কয় প্রকার তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য কি। ইহাতে সুবিধা ও অসুবিধা কি, ভক্তি সাধনের স্তরভেদ আদি।

৩। তত্ত্ব বিষয়ক—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, মায়া, জীব, ধাম, নাম আদি।

৪। পয়ারের মর্মার্থ—

ক) পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

খ) জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

গ) দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এইসব ভ্রম॥

ঘ) যেতে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কয়॥

ঙ) কৃষ্ণ অর্থে কায়ক্লেশ তার ফল আছে শেষ
কিন্তু তা সামান্য না হয়।

চ) পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে ।
সে যদি না হইল বিদ্যায় কি করে॥ আদি।

৫। শব্দার্থ—স্বয়ংরূপ, বাটপাড়, সখীভেকী, বানীর, কৈতব, বিকচিত চেতন ও মুকুলিত চেতন, আরোহ ও অবরোহ বাদ, বর্ণাশ্রম, বিবর্ত্ত, বিপ্রলিপ্সা, পঞ্চসংস্কার, ইজ্যা, নামভাস, ভক্ত্যাভাস, পঞ্চশর, অতিবাড়ী, জাতিগোসাঞি, বৈষ্ণবব্রুব, ভাড়াটিয়া পাঠক, ত্রিপটিকাম, ত্রিলোক, অষ্টাদশ-সিদ্ধি, অজপা, শ্ব-শিবায়, বুজরুগী, ভক্তিমুদ্রা, পঞ্চক্লেশ, অস্মিতা, জুগুপ্সিত, আগম ও নিগম, মাধ্বিক, লোতক, দুকূল, হৃষীক, ফুলশর, চতুরপণ, গড়, জাতি, পঞ্চরোগ, প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ, আম্নায়, ঋগ্ধাগ্নি, বিবর্ত্ত, স্বাম, নেড়ানেড়ী, অধোক্ষজ আদি।

৬। ভাবার্থ—বিলাস, জয়ন্তী, বিজ্ঞান, শুদ্ধবিজ্ঞান, উত্তমশ্লোক, সিদ্ধদেহ, সহজসমাধি, অকিঞ্চন, ভাববিন্দু, আশয়, একায়ন, গার্দ্ধবা, চিত্ত, পরমহংস, নিঃশ্রেয়স, কল্পতরু, কল্যাণকল্পতরু, শ্রদ্ধাবিন্দু, বিশুদ্ধসত্ত্ব, বিভু, গোবিন্দ, বাসুদেব, দীক্ষা, দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, প্রচার, বিগ্রহ আদি।

৬। স্থান মহিমা—মোদদ্রুমদ্বীপ, মহৎপুর বা মাতাপুর, মাজদিয়া বা মধ্যদ্বীপ, খেতুরী, বীরচন্দ্রপুর, পরব্যোম, উডুপী, খড়দহ, কুলিয়া, ঝামটপুর, ছত্রভোগ, কুলীনগ্রাম, ব্রহ্মলোক, ঝাড়িখণ্ড, আলালনাথ, শ্রীখণ্ড, গোপীবল্লভপুর, শ্বেতদ্বীপ, শৃঙ্গেরী, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, বিদ্যানগর, এড়িয়াদহ, উলা, বরানগর, কানাইনাটশালা, সাক্ষীপুর, চটকপর্বত, মামগাছি, পাণীহাটী, রেমুণা, ময়নাডাল, শিয়ালী, নবদ্বীপ, হালিশহর, কেন্দুবিল্ব, কালনা, ফুলিয়া, রামকেলিগ্রাম, বুঢ়নগ্রাম, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, আদি

৭। পার্থক্য—মায়াবাদী ও ভক্ত, শুদ্ধবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়, নাম ও নামাভাস, কর্ম্মী ও ভক্ত, জীবমায়া ও গুণমায়া, গৃহী ও মঠবাসী, বৈষ্ণবসেবা ও অতিথিসেবা, কাম ও প্রেম, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি, আগম ও নিগম, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা, সদাশিব ও রুদ্রশিব, ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য, বাসুদেব ও সংকর্ষণ, সাধনভক্তি ও ভাবভক্তি, তটস্থা ও বহিরঙ্গাশক্তি, ভোগ ও ত্যাগ, অন্নজল ও মহাপ্রসাদচরণামৃত, বৈষ্ণব ও শাক্ত, বিবর্ত্ত ও পরিমাণবাদ, কৃষ্ণ ও নারায়ণ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, সারগ্রাহী ও ভারগ্রাহী, যোগমায়া ও মহামায়া, বিধিমার্গ ও রাগমার্গ আদি।

৮। শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, মনঃশিক্ষা, গীতাবলী, গীতিমালা আদি হইতে যে কোন কীর্ত্তন, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রীদশমূল শিক্ষা, জৈবধর্ম, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বিভিন্ন প্রশ্ন।

৯। শিক্ষাষ্টক, নামাষ্টক উপদেশামৃত আদি হইতে বিভিন্ন প্রশ্ন। ❑

নির্যাণ

শ্রীপাদ জগৎতারণ দাস প্রভুর স্বধাম গমন

রাঁচী জেলার অন্তর্গত পত্রাহাতু গ্রাম নিবাসী শ্রীপাদ জগৎতারণ দাস প্রভু (জগন্নাথ মাহাতো) গত ৩রা ডিসেম্বর (১৭ই অগ্রহায়ণ) শুক্রবার শ্রীচরণামৃত গ্রহণান্তে ভগবন্নাম উচ্চারণপূর্ব্বক রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অন্তর্ধান লীলাকালে তাঁর বয়স প্রায় ৫৮ বৎসর ছিল। তৎকালীন রাঁচী জেলার সিল্লী থানার কারেয়্যাডীহ্ গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকেই তিনি ধার্ম্মিক, পরোপকারী, সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন।

তিনি শ্রীপাদ ভক্তিনিবাস নারায়ণ মহারাজের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং ক্রমশঃ গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে অবগত হয়ে তাতে তিনি আকৃষ্ট হন ও শুদ্ধ বৈষ্ণব আচরণে অধিক নিষ্ঠাযুক্ত হন। তিনি ১৯৭০ সালে শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিষ্কপটে ও প্রীতিভরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার তিনি অধিক যত্নশীল হন। শ্রীল গুরুমহারাজও মধ্যে মধ্যে তাঁকে নিকটে ডেকে শ্রীহরিকথা শোনবার সুযোগ প্রদান করেন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে চার বৎসর মঠবাস জীবনে বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর এবং বারাণসীতে রন্ধন অর্চ্চনাদি সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি গৃহ ত্যাগ করে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করার জন্য চেষ্টান্বিত হয়েছিলেন তখন শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁকে আশীর্ব্বচনে বলেছিলেন, ''তুমি গৃহে ফিরে যাও, তোমার সংসার ধর্ম্ম বৃথা যাবে না। ভজনময় জীবন হবে।''

এরপর কাশী থেকেই তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেন ও বাড়ীতে মন্দির নির্ম্মাণ করে মঠের পরিবেশে নিত্য পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি পরিক্রমা করে থাকতেন ও তাঁর পরিবার বর্গকেও এই সেবায় নিযুক্ত করতেন। গ্রামে বৈষ্ণবগণ প্রচারে গেলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা আদি সেবা করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভজনের নিয়ম চালু রেখেছিলেন। তাঁর সন্তানের মধ্যে একজন পুত্র এবং এক কন্যাকে ও তাঁর পরিবার এবং শাশুড়িমাতাকে হরিভজনে লিপ্ত করে স্বধাম গমন করেন। তাঁর পরলৌকিক ক্রিয়াদি গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ এবং অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীগণ তাঁর নিজ বাসভূমি পত্রাহাতু গ্রামে সুসম্পন্ন করেন।

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী

(১) গৌড়ীয় মঠকে লক্ষ্য করে ধাম প্রকটিত হয়নি, ধাম প্রকটিত হয়েছে A to Z সবাইকে কৃপা করবার জন্য। সেই কাজটা সম্পাদন করবার দায়িত্ব নিয়েছে মিশন।

(২) ভগবানের কথা শোনা, বলা, সেবা প্রসঙ্গে অধিক চর্চা—এসবের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা অর্জন করলে ধামের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি হয়।

(৩) যে বিষয়ের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় সেই বিষয়কে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করা, লাভ করা, তাকে ভরণ-পোষণ করিয়ে তার সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি করা বিরাট কাজ।

(৪) মহাপ্রভু যে দুর্লভ জিনিসটা দিয়ে গেছেন সেটা যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে বাসা বাঁধে, আমাদের গুরুবর্গ তারই চেষ্টা করে চলেছেন।

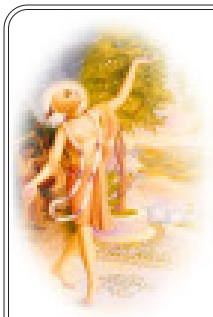

আনন্দ সংবাদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০তম বর্ষ পূর্তি সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার স্মরণে

গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামনি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ।"

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সেবোদ্যোগে আগামী ১২ই চৈত্র (২৭শে মার্চ, রবিবার) সকাল ৬ ঘটিকা হইতে ২৬শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল, ২০১১, রবিবার) পর্য্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী শ্রীগৌরসুন্দরের সমস্ত লীলাভূমি, শ্রীগৌরপার্ষদবর্গের আবির্ভাবস্থান, লীলাভূমি দর্শন ও গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান আদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবার জন্য এক সেবাসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণের জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় বর্ত্তমানে বাসভাড়া, যাত্রীনিবাসের ভাড়া ও প্রসাদের জন্য সর্বসাকুল্যে ৬৫০১/- টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিক্রমা শুরু হইয়া পুনঃ বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরিক্রমা সমাপ্ত করা হইবে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও অসমর্থ ব্যক্তিগণকে সঙ্গে নেওয়া হইবে না।

দর্শন করিতে ইচ্ছুক যাত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে নাম লিখাইবেন তাঁহারা অগ্রাধিকার পাইবেন। কোন বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত ঠিকানায় বা ফোনে যোগাযোগ করিবেন।

বৈষ্ণব কিঙ্করাভাষ

শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন।

—ঃ পরিক্রমা সূচী ঃ—

প্রথম দিবস ঃ কোলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সকাল ৬ ঘটিকায় পরিক্রমা শুভারম্ভ। দর্শনীয় স্থান আটিসারা, ছত্রভোগ, অন্ধমুনিতলা-ছত্রভোগ আলিপুরে রাত্রি বাস।

দ্বিতীয় দিবস ঃ গঙ্গাসাগর দর্শন ও স্নান, কাকদ্বীপে রাত্রিবাস।

তৃতীয় দিবস ঃ বরাহনগর, আড়িয়াদহ, পানিহাটি। পানিহাটিতে রাত্রিবাস।

চতুর্থ দিবস ঃ খড়দহ, সাঁইবোনা, হালিশহর দর্শন। হালিশহরে রাত্রিবাস।

পঞ্চম দিবস ঃ চাকদহ, কাঁচড়াপাড়া, বীরনগর, শান্তিপুর, ফুলিয়া, মায়াপুর, নবদ্বীপ। গোদ্রুমধামে রাত্রিবাস।

ষষ্ঠ দিবস ঃ বহরমপুর, গাম্ভিলা, বুধরি দর্শন। বহরমপুরে রাত্রিবাস।

সপ্তম দিবস ঃ রামকেলি, কানাইনাটশালা দর্শন। ফারাক্কায় রাত্রিবাস।

অষ্টম দিবস ঃ একচাকা ধাম দর্শন ও রাত্রিবাস।

নবম দিবস ঃ কেন্দুবিল্ব শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট। কেন্দুবিল্বে রাত্রিবাস।

দশম দিবস ঃ যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, কাটোয়া। কাটোয়ায় রাত্রিবাস।

একাদশ দিবস ঃ মামগাছি, কালনা, সপ্তগ্রাম, উদ্ধারণপুর দর্শন। শ্রীরামপুরে রাত্রিবাস।

দ্বাদশ দিবস ঃ তারকেশ্বর, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রামে রাত্রিবাস।

ত্রয়োদশ দিবস ঃ বিষ্ণুপুর, গড়বেতা, গোপীবল্লভপুর। গোপীবল্লভপুরে রাত্রিবাস।

চতুর্দশ দিবস ঃ তমলুক দর্শন ও রাত্রে কোলকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন।

অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ভেদ সম্ভব।